37

দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ ... 2.3 AUG 1994 ..
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ২

উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কর্মসূচী ব্যাহত হবার আশঙ্কা

শওকত মিলটন, *বরিশাল থেকে*

উপানুষ্ঠানিক প্রাথমিক শিক্ষা কর্মসূচীর মাধ্যমে বিভিন্ন উন্নয়ন সংস্থা এ দেশের নিরক্ষর জনগোষ্ঠীকে শিক্ষিত করার প্রচেষ্টায় লিপ্ত। লক্ষ্য করে দেখা গেছে, ইতোমধ্যে এ কর্মসূচীতে আশাপ্রদ ফল পাওয়া গেছে। কিন্তু উপানুষ্ঠানিক স্কুলগুলোর শিক্ষকদের কম বেতনের কারণে এ কর্মসূচী ব্যাহত হবার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। বিশেষ করে 'ব্লক টিচিং' পদ্ধতিতে যে বেতন দেয়া হয় তা শ্রম-শোষণের নামান্তর। উন্নয়ন সংস্থাগুলোর কাছ থেকে সাধারণ মানুষ শ্রম-শোষণ আশা করে না অথচ এ বিষয়ে উন্নয়ন সংস্থাগুলো নির্বিকার।

উপানুষ্ঠানিক প্রাথমিক শিক্ষা কর্মসূচী আমাদের দেশের শিক্ষাক্ষেত্রে একটি নতুন ধারণা। প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা থেকে অনেক বেশি বৈচিত্র্যময় ও শিক্ষার্থীদের মানসিকতা, মেধা -মননির্ভর। এ কর্মসূচী দেশের নিরক্ষর জনগোষ্ঠীকে দ্রুত শিক্ষার আলোয় আলোকিত করতে সক্ষম। তৃতীয় বিশ্বের বাংলাদেশের দরিদ্র জনগোষ্ঠী উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কর্মসূচীতে লাভবান হবে।

এ কর্মসূচীর প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে 'ব্লক টিচিং' পদ্ধতি। একজন শিক্ষক একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে অক্ষরজ্ঞান, লিখতে-পড়তে, পরিবেশ-স্বাস্থ্য সম্পর্কে শিক্ষার্থীকে শিক্ষিত করে তুলতে সহায়তা করে। প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার মতো এক একটি বিষয়ে এক একজন শিক্ষক পাঠদান করে না। প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষায় যেমন একটি নির্দিষ্ট সময়ে স্কুল চলে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কর্মসূচীর ক্ষেত্রে তা শিক্ষার্থীদের অধিকাংশের সুবিধা অনুযায়ী দিনের অন্তত তিনঘন্টা পাঠদান করা হয়। শুধু তাই নয়, স্কুলে ছাত্র-ছাত্রীরা নিয়মিত না এলে শিক্ষকদের ছাত্র-ছাত্রীদের বাড়ি বাড়ি ঘুরে না আসার কারণ জানতে হয়। ছাত্র-ছাত্রীদের বাবা-মাকে উদ্বুদ্ধ করাও এদের দায়িত্ব। ফলে 'ব্লক টিচিং' পদ্ধতিতে এদের কাজ অনেক বেশি। উপানুষ্ঠানিক প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষকরা একই সাথে তিনটি দায়িত্ব পালন করেন। স্কুলে শিক্ষাদান, স্কুলের সাথে অভিভাবকদের সমন্বয় সাধন এবং ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষার মান নিয়ন্ত্রণ। কেননা, শিক্ষকরাই ছাত্র-ছাত্রীকে সুস্থ চিন্তার ধারক হিসাবে গড়ে তোলার কাজ করে। ফলে এ পদ্ধতিতে শিক্ষকদের অনেক বেশি দায়িত্ব। উপানুষ্ঠানিক প্রাথমিক বিদ্যালয়ের একজন শিক্ষককে উন্নয়ন প্রতিষ্ঠান থেকে বেতন হিসাবে প্রদান করা হয় ৪৫০ টাকা থেকে ৪৭৫ টাকা। প্রতি বছর ২৫ টাকা করে বেতন বৃদ্ধি পায়। বরিশালে উপানুষ্ঠানিক প্রাথমিক স্কুলগুলোর ওপর পরিচালিত এক জরিপে দেখা গেছে, উন্নয়ন প্রতিষ্ঠান ভেদে বেতনের তারতম্য ঘটেছে। ব্র্যাকের স্কুলগুলোতে শিক্ষকরা পায় ৪৭৫ টাকা। অন্যদিকে স্থানীয় উন্নয়ন প্রতিষ্ঠান বিউক প্রতিষ্ঠিত স্কুলের শিক্ষকরা পায় ৪৫০ টাকা। জরিপে আরও দেখা গেছে, সকল শিক্ষকই মনে করেন প্রদত্ত বেতন একটা সম্মানজনক পর্যায়ে থাকা উচিত। ১৫ জন শিক্ষকের ওপর এ জরিপ চালান হয়।

অপরদিকে এ বিষয়ে উন্নয়ন প্রতিষ্ঠান ব্র্যাক'র উপানুষ্ঠানিক প্রাথমিক শিক্ষা কর্মসূচীর একজন কর্মকর্তা জানান, স্কুল চলে ৩ ঘন্টা। অপরাপর কাজও খুব বেশি নয়। এটাকে খণ্ডকালীন কাজ হিসাবেই ধরা হয়।

বেশ কয়েকজন শিক্ষাবিদের সাথে এ বিষয়ে আলাপ করা হলে তাঁরা অভিমত ব্যক্ত করে বলেন, তিন ঘন্টা শিক্ষকতা করার পরেও এ পদ্ধতিতে একজন শিক্ষককে যথেষ্ট ভাবতে হয়। সেক্ষেত্রে কাজটি পূর্ণ সময়ের। প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষকদের তুলনায় তাদের কাজ আরও বেশি।

উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা কর্মসূচীর সফল লাভ করতে হলে এবং অভীষ্টে পৌঁছতে হলে শিক্ষকদের ন্যূনতম বেতন বর্তমানের চেয়ে দ্বিগুণ করা প্রয়োজন। তা না হলে এ কর্মসূচী ব্যর্থতায় পর্যবসিত হতে পারে।